[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গার ২৪ পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ১২ প্লাটুন বিজিবি

শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন নিশ্চিত করতে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী ২৪টি পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ১২ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ অক্টোবর থেকে আগামী ২২ অক্টোবর পর্যন্ত বিজিবি সদস্যরা নিয়মিত টহল, গোয়েন্দা নজরদারি ও সমন্বিত নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

বিজিবির নিরাপত্তা পরিকল্পনায় ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরের তিন কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত দুটি এবং সীমান্তের আট কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত ২২টি পূজামণ্ডপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিজিবি সদর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী এ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বিজিবি জানায়, সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যাতে নির্বিঘ্নে ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করতে পারেন, সে লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও পূজা উদযাপন কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। পাশাপাশি গুজব, অপতথ্য ও সাম্প্রদায়িক উসকানি প্রতিরোধ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি দ্রুত মোকাবিলায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)-এর পরিচালক ও অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বাংলাদেশের ঐতিহ্য। দুর্গাপূজার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিজিবি সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি জনসাধারণ ও গণমাধ্যমের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি গুজবে কান না দেওয়া, যাচাই ছাড়া কোনো তথ্য প্রচার না করা এবং সন্দেহজনক ব্যক্তি, বস্তু বা কার্যকলাপ চোখে পড়লে দ্রুত নিকটস্থ বিজিবি ক্যাম্প বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে

জানানোর আহ্বান জানান।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে উৎসবটি শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেছে বিজিবি।

হাসপাতালের পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনায় অসন্তোষ প্রকাশ

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, চিকিৎসক ও জনবল সংকট, ওষুধের ঘাটতি এবং রোগীদের খাবার সরবরাহে অনিয়মের অভিযোগে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মী। হাসপাতালের বিদ্যমান সমস্যাগুলো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে তুলে ধরার পাশাপাশি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

গতকাল রোববার বিকেল ৪টার দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন তিনি।

পরিদর্শনকালে শওকত আরা আক্তার উর্মী বলেন, অনলাইন সংবাদমাধ্যম ও পত্রিকায় প্রায়ই হাসপাতালের দুরবস্থার খবর দেখা যায়। গত মাসে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় সিভিল সার্জন তাঁকে জানিয়েছিলেন, হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসক নেই।

সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের জন্য অ্যানেসথেসিওলজিস্টের সংকট রয়েছে, এমনকি পরিচ্ছন্নতাকর্মীরও অভাব রয়েছে।

তিনি বলেন, “আজ হাসপাতালে এসে জনবল সংকটের পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অত্যন্ত খারাপ অবস্থা দেখেছি। রোগীরা চিকিৎসাসেবা নিতে এসে প্রত্যাশিত সেবা পাচ্ছেন না, অথচ বাধ্য হয়ে হাসপাতালে অবস্থান করছেন। অনলাইন মিডিয়া ও পত্রিকায় রোগীদের খাবার সরবরাহ নিয়েও অনিয়মের অভিযোগ জানতে পেরেছি। বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে দেখা প্রয়োজন।”

হাসপাতালের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সংসদ সদস্য বলেন, হাসপাতালের ভেতরে ডাবের খোসা ও বাদামের খোসা পড়ে থাকতে দেখেছেন। বারান্দায় জমে ছিল পানি। ডেঙ্গু প্রতিরোধে যেখানে পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা জরুরি, সেখানে হাসপাতাল প্রাঙ্গণেই মশার বংশবিস্তারের অনুকূল পরিবেশ থাকা উদ্বেগজনক।

তিনি আরও বলেন, “এভাবে চলতে থাকলে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।”

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের ঘোষণার কথা উল্লেখ করে শওকত আরা আক্তার উর্মী বলেন, সারা দেশে এডিস মশার বিস্তার রোধে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। রোববার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন সমন্বয় সভায় মেহেরপুরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার বিষয়টি উঠে এসেছে। ডেঙ্গুর বিস্তার রোধে অসচেতনতার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

হাসপাতালের সীমিত জনবল ও সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও সেবার মান বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, হাসপাতালে ওষুধের সংকট রয়েছে এবং রোগীরা পর্যাপ্ত ওষুধ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ককে বিদ্যমান ব্যবস্থাপনার মধ্যেই পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা, রোগীদের খাবারের মান বজায় রাখা এবং যথাযথভাবে খাবার সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি।

সংসদ সদস্য বলেন, “বিশেষ করে মেহেরপুরে ডেঙ্গু বাড়ছে। তাই আপনাদের যতটুকু জনবল রয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে।”

হাসপাতালের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, পরিদর্শনে পাওয়া সমস্যা ও বিভিন্ন অভিযোগ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে তুলে ধরবেন। এ বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা করবেন, যাতে সমস্যাগুলোর সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া যায়।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ, হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. নাসিম আক্তার, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, উপজেলা

বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলামসহ বিএনপির জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

গাংনী সীমান্তে ৬ লাখ টাকার ভারতীয় মালামাল উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৬ লাখ ১৩ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের ভারতীয় মালামাল উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর ৪৭ ব্যাটালিয়ন।

রোববার (১৮ অক্টোবর) ভোরে কাজিপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার বর্ডারপাড়া মাঠে অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল উদ্ধার করা হয়।

৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে মালিকবিহীন অবস্থায় ভারতীয় ৫ বোতল মদ, ৮৮০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট এবং ১ হাজার ১৪০ পিস সাইপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা মালামালের আনুমানিক সিজার মূল্য ৬ লাখ ১৩ হাজার ৫০০ টাকা।

উদ্ধার করা মালামাল গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে সরকারি জমির অবৈধ

[redacted]

[redacted]-[redacted]-[redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রহিমা খাতুন দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

তাঁর মৃত্যুতে পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনায় সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় উজুলপুর কবরস্থানে জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়।

গাংনীর কসবায় এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া দুই শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবায় এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া দুই কৃতী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দিয়েছে কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থা।

শনিবার বিকেলে কসবা বাজারে সংগঠনটির নিজস্ব কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও ফুলের স্টিক তুলে দেওয়া হয়।

সংবর্ধনা পাওয়া দুই শিক্ষার্থী হলেন ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করা সায়েম শেখ ও সাদিয়া আফরিন ইমু। সায়েম শেখ ঢাকার বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজে এবং সাদিয়া আফরিন ইমু গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভর্তি হয়েছে।

সংগঠনের সভাপতি রাসেল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল। এ সময় সংগঠনের উপদেষ্টা ডা. শহিদুল্লাহ, কলেজশিক্ষক বাকাবিল্লাহ এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাগর ইসলাম বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্যে সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে এমন আয়োজন করায় সংগঠনটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো করার উৎসাহ বাড়াবে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, “আমরা প্রত্যাশা করি, তোমরা ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির জন্য দক্ষ, সৎ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলবে। মানবিক ও যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পথে তোমাদের এই অর্জন হোক আরও বড় স্বপ্ন পূরণের একটি ধাপ।”

তিনি আরও বলেন, “তোমরা এইচএসসিসহ পরবর্তী সব পরীক্ষায় ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। সত্যিকারের মানুষ হিসেবে নিজেদের তৈরি করে সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করবে।”

মেহেরপুরে কিশোর-কিশোরীদের অনলাইন নিরাপত্তা ও জেন্ডার সচেতনতায় সেশন

কিশোর-কিশোরীদের অনলাইন নিরাপত্তা, ডিজিটাল সচেতনতা ও জেন্ডার স্টেরিওটাইপ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে মেহেরপুরে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘সমতায় তারুণ্য’ প্রকল্পের আওতায় হিউম্যান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এ সেশনের আয়োজন করা হয়।

শনিবার (১৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত মেহেরপুরের বাঙালিয়ানা ভোজ রেস্টুরেন্টে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

সেশনে অনলাইন নিরাপত্তা, ডিজিটাল নিরাপত্তা, জেন্ডার স্টেরিওটাইপ, কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরাপদ অনলাইন আচরণ, পারস্পরিক সম্মান এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া

হয়।

আলোচনায় কিশোর-কিশোরীরা অনলাইন কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে কোনো সমস্যা বা হয়রানির শিকার হলে নির্ভয়ে বিশ্বস্ত অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। একই সঙ্গে নিরাপদ ও সমতাভিত্তিক পরিবেশ গড়ে তুলতে তরুণ প্রজন্মের সচেতনতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়।

সেশন পরিচালনা করেন হিউম্যান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ মাহফুজুর রহমান এবং সংগঠনটির ভলান্টিয়ার কো-অর্ডিনেটর সাদিয়া আক্তার রিপা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইয়ুথ অ্যাক্টিভিস্ট রাজিয়া খাতুন, শিহাব হাসান, সংগঠনটির মানবসম্পদ বিভাগের পরিচালক (ডিরেক্টর অব হিউম্যান রিসোর্স) আনাস আহম্মেদ, সদস্য মোছা. টুম্পা ও সাব্বিরসহ আরও অনেকে।

আয়োজকেরা জানান, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অনলাইন নিরাপত্তা ও জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ, সচেতন ও সমতাভিত্তিক পরিবেশ গড়ে তুলতে তরুণ প্রজন্ম ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করাই এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

মেহেরপুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিএনপির উদ্যোগে শাড়ি বিতরণ

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মেহেরপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ১ হাজার শাড়ি বিতরণ করেছে জেলা বিএনপি। বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপহার হিসেবে এসব শাড়ি বিতরণ করা হয়।

শনিবার (১৭ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ শাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ

সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মি।

বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মি বলেন, ধর্মীয় পরিচয় যার যার, তবে রাষ্ট্রের অধিকার সবার সমান। সব ধর্মের মানুষের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। অতীতের মতো ভবিষ্যতেও মানুষের পাশে থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, তারেক রহমান নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নে কাজ করছেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, বাংলাদেশ সব ধর্মের মানুষের দেশ। এখানে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন ও নিরাপদে বসবাসের অধিকার রয়েছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার নিরাপত্তা ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের মধ্য দিয়েই সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

সভাপতির বক্তব্যে জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, মেহেরপুরে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে জেলার সব মানুষকে সমান মর্যাদা দেওয়া এবং সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোই তাঁদের প্রত্যাশা।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, মানুষের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠাই রাজনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। ধর্মীয় পরিচয় যা-ই হোক, প্রতিটি মানুষের মর্যাদা রক্ষা এবং সবার পাশে দাঁড়ানো গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়জ উদ্দিন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহমেদ এবং গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল করিমসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম।

মেহেরপুরে চড়া মাছ-সবজির বাজার

মেহেরপুরের বাজারে সবজি ও মাছের দামে স্বস্তি নেই। বিশেষ করে বাইরে থেকে আসা টমেটোর দাম কেজিপ্রতি ২০০ টাকায় পৌঁছেছে।

এ ছাড়া আদা ২৪০ টাকা, গাজর ১৫০ টাকা ও শিম ১২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে মাছের বাজারেও চড়া দাম। পণ্যের দাম নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে অসন্তোষ থাকলেও খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে বেচাকেনা কমে গেছে। এতে বাড়তি খরচের চাপে পড়েছেন ক্রেতারা, আর বিক্রি কমে বিপাকে পড়েছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে সবজি, মাছ, মুরগি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামে এমন চিত্র দেখা গেছে।

বাজার ঘুরে দেখা যায়, গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু পণ্যের দাম বেড়েছে, আবার কয়েকটির দাম কমেছে। শুক্রবার সকালে খুচরা বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৫০ টাকা, রসুন ১০০ টাকা, কচু ৪০ টাকা, টমেটো ২০০ টাকা, কাঁচামরিচ ১০০ টাকা, বেগুন ৮০ টাকা, আদা ২৪০ টাকা, শসা ৬০ টাকা, কলা ৪০ টাকা, আলু ২৫ টাকা, লাউ ৪০ টাকা, পেঁপে ২০ টাকা, বরবটি ৪৫ টাকা, গাজর ১৫০ টাকা, ওল ৫০ টাকা, লালশাক ৪০ টাকা, পটল ৪৫ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৪০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৫০ টাকা, ঝিঙে ৫০ টাকা, করলা ৫০ টাকা, কাঁকরোল ৫০ টাকা, পুঁইশাক ২৫ টাকা, শিম ১২০ টাকা, ফুলকপি ৮০ টাকা, মূলা ৩০ টাকা ও বিটরুট ১২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৪২ টাকা, রসুন ৮৫ টাকা, কচু ৩৫ টাকা, টমেটো ১৬৫ টাকা, কাঁচামরিচ ৬৫ টাকা, বেগুন ৬৫ টাকা, আদা ২১০ টাকা, শসা ৪৫ টাকা, কলা ৩২ টাকা, আলু ১৯ টাকা, লাউ ২৫ টাকা, পেঁপে ১০ টাকা, বরবটি ৩৫ টাকা, গাজর ১৩০ টাকা, ওল ৩৫ টাকা, লালশাক ৩০ টাকা, পটল ৩৫ টাকা, ঢ্যাঁড়স ২৫ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৪০ টাকা, ঝিঙে ৩৬ টাকা, করলা ৪০ টাকা, কাঁকরোল ৩৫

টাকা, পুঁইশাক ১৫ টাকা, শিম ১০০ টাকা, ফুলকপি ৭০ টাকা, মূলা ২০ টাকা ও বিটরুট ১০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

সবজি বিক্রেতা জব্বার বলেন, “দিন দিন আমাদের তহবাজারে খুচরা ব্যবসায়ীদের বেচাকেনা অনেকটা কমে যাচ্ছে। ক্রেতারা আগের মতো বাজার করছেন না। পণ্য কিনে দোকানে তুললেও বিক্রি কম হওয়ায় ব্যবসা চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। এভাবে চলতে থাকলে ছোট ব্যবসায়ীদের টিকে থাকা আরও কঠিন হবে।”

ব্যবসায়ী রুস্তম আলী বলেন, “বাজারে প্রায় সব পণ্যের আমদানি মোটামুটি ভালো। তবে বাইরে থেকে যেসব সবজি আসে, সেগুলোর দাম একটু বেশি। বিশেষ করে টমেটোর দাম অনেক চড়া। বেশি দামে কিনে আনতে হওয়ায় কম দামে বিক্রি করাও সম্ভব হচ্ছে না। দাম বেশি থাকায় ক্রেতারাও প্রয়োজনের তুলনায় কম কিনছেন।”

সবজি ক্রেতা আনোয়ার হোসেন বলেন, “প্রতিদিনই পরিবারের জন্য সবজি কিনতে হয়। কিন্তু কিছু সবজির দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিশেষ করে টমেটোসহ বাইরে থেকে আসা সবজির দাম অনেক বেশি। বাজারে কোন পণ্যের দাম কেন বাড়ছে, তা তদারকি করা দরকার। প্রশাসনের নিয়মিত নজরদারি থাকলে অস্বাভাবিক দাম নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করি।”

সবজির পাশাপাশি মাছ কিনতেও ক্রেতাদের বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে। খুচরা বাজারে প্রতি কেজি রুই ৩৫০ টাকা, বড় সিলভার কার্প ২৮০ টাকা, তেলাপিয়া ১৯০ টাকা, পাঙ্গাস ১৯০ টাকা, বড় গ্লাসকার্প ৪০০ টাকা, বড় কাতলা ৪৫০ টাকা, দেশি চিংড়ি ১ হাজার টাকা, জিউল ৩২০ টাকা, কই ২০০ টাকা ও বাটা মাছ ১৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি রুই ৩২০ টাকা, বড় সিলভার কার্প ২৫০ টাকা, তেলাপিয়া ১৭০ টাকা, পাঙ্গাস ১৬৬ টাকা, বড় গ্লাসকার্প ৩৬০ টাকা, বড় কাতলা ৪০০ টাকা, দেশি চিংড়ি ৯০০ টাকা, জিউল ২৯০ টাকা, কই ১৭৫ টাকা ও বাটা মাছ ১৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী শ্রী পান কৃষ্ণ হালদার বলেন, “মেহেরপুর বাজারে পাইকারি ব্যবসায়ীদের আড়তের সামনেই মাছ খুচরা বিক্রি করা হচ্ছে। এতে আলাদা দোকান নিয়ে ব্যবসা করা খুচরা ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতায় সমস্যায় পড়ছেন। আড়তের সামনে পাইকারি ব্যবসার পাশাপাশি খুচরা বিক্রি চলতে থাকলে আমাদের মতো ব্যবসায়ীদের বেচাকেনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাজারে ব্যবসার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত

করতে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।”

মাছ ব্যবসায়ী বকুল হালদার বলেন, “মাছের দাম দিন দিন বাড়ছে। গত সপ্তাহের মতোই দাম রয়েছে, কিন্তু খুচরা ব্যবসায়ী হিসেবে আমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী বেচাকেনা করতে পারছি না। বেশি দামে মাছ কিনে এনে বিক্রি করতে হচ্ছে। অথচ দাম শুনে অনেক ক্রেতা প্রয়োজনের তুলনায় কম মাছ কিনছেন। এভাবে ব্যবসা চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে।”

মাছ ক্রেতা ফয়সাল মাহমুদ বলেন, “প্রতিদিনই আমাদের মাছের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মাছের দাম দিন দিন বাড়ছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে মাছের আমদানি কম থাকায় দাম বেশি। কিন্তু বাড়তি দামের চাপ শেষ পর্যন্ত আমাদের মতো সাধারণ ক্রেতাদেরই বহন করতে হচ্ছে। মাছের সরবরাহ ও দাম নিয়মিত তদারকি করে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।”

মুরগির বাজারে প্রতি কেজি ব্রয়লার ১৯০ টাকা, সোনালি ৩০০ টাকা, লেয়ার ৩৮০ টাকা এবং দেশি মুরগি ৬৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। হাঁসের মধ্যে চিনিহাঁস ৪৫০ টাকা, পাতিহাঁস ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা এবং রাজহাঁস ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মুরগির ক্রেতা আসলাম হোসেন বলেন, “আমার বাড়ি আমঝুপিতে। সেখানে ব্রয়লার, লেয়ার ও সোনালি মুরগি মেহেরপুর শহরের বাজারের তুলনায় কেজিতে প্রায় ১৫ টাকা কম দামে পাওয়া যায়। একই এলাকার মধ্যে দামের এমন পার্থক্য কেন, তা খতিয়ে দেখা দরকার। বাজারে দাম যাচাই ও তদারকি বাড়ানো হলে ক্রেতারা উপকৃত হবেন।”

এদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে প্রতি কেজি আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লাল স্বর্ণা চাল ৫০ টাকা, আটা ৫০ টাকা, মসুর ডাল ১২০ টাকা, কলাই ডাল ২০০ টাকা, মটর ডাল ৬০ টাকা, ছোলা ডাল ১১০ টাকা এবং চিনি ১১৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

সব মিলিয়ে মেহেরপুরের বাজারে সবজি ও মাছের চড়া দামে স্বস্তি নেই ক্রেতাদের। বাইরে থেকে আসা সবজির বাড়তি দাম, মাছের বাজারে খুচরা ব্যবসার পরিবেশ নিয়ে অভিযোগ এবং বেচাকেনা কমে যাওয়ায় ব্যবসায়ীদের হতাশা বাজার পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা এবং অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা।